03 SEP 2016
তারিখ ... 03 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে ২২ লাখ সদস্য

১৪ হাজার স্কুল-কলেজে নেটওয়ার্ক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'বেদনার মধ্য দিয়ে যে মহত্ত্ব অর্জন করা যায়, আনন্দের মধ্য দিয়ে তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বই পড়ে তা নিজের মধ্যে ধারণ করে আলোকিত মানুষ হওয়া যায়। স্বপ্নবাজ মানুষরা বই পড়েই সফল হয়েছেন। প্রতিটি শিক্ষার্থী আলোকিত মানুষ হয়ে উঠলে দেশ আলোকিত হয়ে উঠবে।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচিতে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ। বর্তমান সারা দেশে প্রায় ১৪ হাজার স্কুল ও কলেজে এই বই পড়া কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এতে ঢাকা মহানগরের সেরা ১৫টি কলেজ ও কেন্দ্রভিত্তিক বইপড়া কর্মসূচির মোট ৭৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। গতকাল শুক্রবার শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজাতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন। আয়োজনে সহায়তা করে আইএফআইসি ব্যাংক।

অনুষ্ঠানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, বেদনার মধ্য দিয়ে যে মহত্ত্ব অর্জন করা যায়, আনন্দের মধ্য দিয়ে তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বই পড়ে তা নিজের মধ্যে ধারণ করে আলোকিত মানুষ হওয়া যায়। বই এমন একটা জিনিস, যেখানে শ্রেষ্ঠ মানুষের আত্মার আলো জ্বলে। সেই আলো নিজের মধ্যে নিতে পারলে জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে।

কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, বিশ্বের বড় ধনীদের একজন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস স্বপ্নবাজ ছিলেন, স্বপ্নবাজ এই মানুষটি বই পড়ে সফল হয়েছেন। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, সন্তানরা ভালো যে বিষয় বা জিনিসটি পছন্দ করে তাদের সেদিকে ধাবিত করার চেষ্টা করুন। তারা সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০১৫ সালে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি কলেজ কেন্দ্রভিত্তিক বই পড়া কর্মসূচিতে মোট ২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে গতকাল ৭৫২ জনকে পুরস্কৃত করা হলো। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা বাংলা সাহিত্য ও পৃথিবীর কিশোর সাহিত্যের সেরা ১২টি বই পড়ার সুযোগ পেয়েছে। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ডা. আব্দুন নূর তুষার, আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব বিজনেস শাহ মো. মঈনুদ্দীন ও হেড অব ব্রান্ডিং মো. আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ সুমন।